Aslaf Academy

লেকচার ২২ : স্বামী হিসেবে নবীজির (সঃ) আদর্শ।

কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

ইন্সট্রাক্টর: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

লেকচার ২২ : স্বামী হিসেবে নবীজির (সঃ) আদর্শ।

এক প্রেমময় স্বামী

ভালোবাসার এক অবাধ আকাশ নিয়ে ঘুরতেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হৃদয়ের নড়াচড়া এত নিবিড়ভাবে বুঝতেন যে, যে কোন মানুষের মন তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে যেত। ফলে নবুওতের সুমহান দায়িত্ব পালনকারী হয়েও তিনি ছিলেন একজন প্রেমময় স্বামী। তাঁর অনুপম জীবনে তিনি রেখে গেছেন স্বামীচরিত্রের অপূর্ব মাধুরী। তাঁর ছিলো একাধিক বিয়ে। নানান বিবেচনায় ও দরকারে এসব বিয়ের প্রয়োজন ছিলো। অন্যান্য সব কাজের মতোই আল্লাহর হুকুমে তিনি একাধিক বিয়ে করেছিলেন। একাধিক বিয়ে হলেও স্ত্রীদের প্রতি ছিলো তাঁর মমতাপূর্ণ আচরণ। একাধিক স্ত্রী তাঁর মনকে কখনো অনুদার করতে পারেনি; সমতার ব্যাপারে তিনি যে দৃষ্টান্ত তাঁর সংসার-জীবনে দেখিয়ে গেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তা অনুকরণীয় সংসারধর্ম।

সকল স্ত্রীগণই মনে-প্রাণে তাঁকে চাইতেন। দুনিয়ার আর সব নারীর মতো তাঁদেরও ছিলো স্বামীর প্রতি অভাব-অভিযোগ, রাগ-অনুরাগ, মান-অভিমান। কিন্তু আখেরে তিনি সবকিছু ছাপিয়ে তাদের হৃদয়ের মানুষ হয়েই থাকতেন। নবী বলে কোনো রাশভারী রূপ নিয়ে তিনি প্রকাশ হতেন না স্ত্রীদের সামনে। তিনি ছিলেন এমনই এক মোহময় স্বামী, স্ত্রীরা প্রহর গুণে তাঁর অপেক্ষায় থাকতেন। তাঁর ভালোবাসার ভাগ নিয়ে হতো মধুর ঝগড়াও; কিন্তু এসব ঝগড়া কিছুই তাঁদের একে অপরকে শত্রু করে তুলেনি। সকলেই অপেক্ষা করতেন– কখন আসবেন তাঁর প্রেমময় স্বামী।

আয়েশা রা. বলতেন, ‘পৃথিবীর নিয়মে তোমাদের সূর্য ওঠে সকালবেলা, কিন্তু আমার ঘরে সূর্য ওঠে এশার পরে।’ রাসূলের ঘরে আসাকে তিনি ভোরের সূর্যের মতো তন্ময় আর আনন্দের ব্যাপারের সাথে উপমা দিয়ে রাসূলের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসাকেই বুঝিয়েছেন।

স্ত্রীদের প্রতি তাঁর সমতার আচরণ ছিলো অভূতপূর্ব। তিনি একেক দিন একেক স্ত্রীর ঘরে রাত কাটাতেন। কিন্তু প্রতিদিন একবার করে খোঁজ নিতেন সকল স্ত্রীরই। কখনো কোনো ব্যস্ততায় এর ব্যত্যয় ঘটলে সে রাতে যে স্ত্রীর ঘরে তাঁর রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা হতো, সেখানেই উম্মাহাতুল মুমিনীন একত্র হতেন। রাসূল তাঁদের সাথে সংসারী আলাপে মেতে উঠতেন। সকল বিষয়েই ছিলো তাঁর আশ্চর্য এক পরিমিতির সমবায়। গুরুভারি বিষয়কেও ন্যায্যতার পাল্লায় ফেলে তাতে তিনি নিয়ে আসতেন সমন্বয়তার আশ্চর্য নন্দন রূপ। এত সবের মাঝেও তিনি বুঝিয়ে দিতেন স্ত্রীদেরকে, তিনি তাঁদের কত করে বোঝেন। (মু’জামুত তাবারানি, হা. ৮৭৫৪)

একবারের ঘটনা। নবীজি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ডাকলেন। বললেন, ‘জানো আয়েশা, তুমি কখন আমার উপর রাগ করে থাকো, তা আমি বুঝতে পারি।’ আয়েশা তো অবাক। জিজ্ঞাসা, কৌতূহলভরা প্রশ্নমুখে তাকালেন তিনি রাসূলের দিকে। বললেন, ‘বলুন শুনি, কখন?’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘যখন তুমি আমার উপর খুশি থাকো, তখন বলো, হে মুহাম্মদের প্রতিপালক; আর রেগে থাকলে বলো, হে ইবরাহিমের প্রতিপালক।’ আয়েশা দেখলেন, রাসূল তো ঠিকই বলেছেন। শুনে মন তাঁর ভীষণ খুশি হয়ে উঠলো। তিনি ভাবলেন, কী অকৃত্রিম প্রেমময় স্বামী তাঁর—নবুওতের এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়েও তিনি কত খেয়াল রাখেন স্ত্রীর খুশি-অখুশির। সব জানেন, কখন স্ত্রী রেগে আছে, আর কখন স্ত্রী খুশি। তিনি বললেন, ‘আপনি ঠিকই বলেছেন।’ তবে, ‘মুখেই আমি আপনাকে ত্যাগ করি, কিন্তু আমার অন্তরে আপনি সবসময়ই থাকেন।’

(সহিহ মুসলিম, হা. ২৪৩৯; সহিহ বুখারি, হা. ৪৮৪৮)

এমন অজস্র ভালোবাসার ঘটনায় পূর্ণ হয়ে আছে রাসূলের দাম্পত্য-জীবন, যেসব ঘটনার প্রতিটিই আলাদা করে বলে দেয়, তিনি ছিলেন এক প্রেমময়ী স্বামী।

গৃহস্থালির হাসি-কৌতুকে নবীজি।

ঘর-সংসারের যেসব কাজে ইসলামের লঙ্ঘন নেই, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সব করতেন। পয়গম্বর ছিলেন বলে নবুওতের গুরুভার তাঁর সংসার-জীবনকে কোণঠাসা করে তোলেনি; বরং তাঁর সংসার ছিলো হাসি-আনন্দে ভরা এক মায়াময় সংসার। নবীজি স্ত্রীদের সাথে প্রচুর হাসি-কৌতুক করতেন। স্ত্রীদের শখ-আহ্লাদের ব্যাপারেও তাঁর মনের সায় ছিলো। তিনি সেসব শখ-আহ্লাদে বাধা তো দিতেনই না, কখনো নিজেই এসবের অংশ হয়ে যেতেন।

একবার হযরত হানযালা রা. অভিযোগ করলেন, স্ত্রী আর সন্তান-সন্ততিদের সাথে হাসি-কৌতুক করলে তো সমসময় আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকা যায় না। নবীজি তখন তাঁকে হাসি-ঠাট্টার ব্যাপারে বারণ না-করে বলেছিলেন, 'কিন্তু হানযালা, কখনো কখনো এমন হাসি-মজা করতে হয়।'

আনন্দ-বিনোদন জীবনের জন্য দরকারি বিষয়। তবে, নবীজি জীবনকে কৌতুকময় হাস্যকর উপাদানে পরিণত করেননি, আবার কৌতুকহীন বিমর্ষতায় জীবনকে শূন্যতায় ভরিয়েও তোলেননি; এক নিপুণ পরিমিতি তাঁর সংসারজীবনকে সুখময় স্বর্গ করে তুলেছিল।

আয়েশা রা. বলেন, ‘একবার আমরা দৌড়ের পাল্লা দিলাম। আমি ছিলাম হালকা-পাতলা। দৌড়ে আমি নবীজির আগে চলে গেলাম। এরপর আরেকদিন আমরা দৌড়-প্রতিযোগিতা করলাম। এবার নবীজি আমার আগে চলে গেলেন। তখন আমি একটু ভারী হয়ে গিয়েছিলাম। দৌড়ে জিতে গিয়ে নবীজি বললেন, এটা আগের হারের শোধ! কী সহজ, সাধারণ আর মজার ছিলো রাসূলের জীবন। (সুনানে আবু দাউদ, হা. ২৫৭৮; মুসনাদে আহমাদ, হা. ২৫৭৪৫)

আয়েশা রা. আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার ঈদের দিনে বাইরে দুই হাবশি ঢাল ও বর্শা দিয়ে খেলছিলো। আয়েশা রা. যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে বোঝা যায়, নবীজি নিজে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন, তিনি খেলা দেখতে চান কি না, অথবা এমনও হতে পারে, তিনিই খেলা দেখার শখের কথা নবীজির কাছে বললেন। আয়েশা রা.-এর আগ্রহ বা নবীজি নিজ আগ্রহেই আয়েশা রা.-কে তাঁর পেছনে দাঁড় করালেন। আয়েশা রা.-এর গাল তাঁর গালের সাথে মিশে ছিলো। একসময় খেলা দেখতে দেখতে আয়েশা রা. বিরক্ত হয়ে পড়লে নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি আর দেখতে চাও না?’ আয়েশা রা. বললেন, ‘না।’ তখন নবীজি বললেন, ‘তাহলে এখন যাও।’ (সহিহ বুখারি, হা. ২৭৫০; সহিহ মুসলিম, হা. ১৯৩৮)

নবীজি এক সফরে ছিলেন। সফরে পুরুষদের কাফেলা তদারকি করছিলেন এক সাহাবী, আর মহিলাদের কাফেলা তদারকি করছিলেন আরেক সাহাবী— যিনি ছিলেন নবীজির গোলাম সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী হযরত আনজাশা রা.। আনজাশা রা. নারীদের নিয়ে দ্রুত উট হাঁকাচ্ছিলেন। দেখে নবীজি বললেন, ‘তোমার কী হলো, আনজাশা? কাঁচ নিয়ে ধীরে চলো।’ নবীজি নারীদের গঠন-প্রকৃতির সঙ্গে কাঁচের তুলনা দিয়েছেন। তিনি এখানে সত্যও বলেছেন, আবার কৌতুকও করেছেন।

আয়েশা রা. বলেন, ‘একবার নবীজি ঘরে এসে দেখতে পেলেন, আমার সামনে দুই শিশু বুআস যুদ্ধের গান গাইছে। তিনি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে পড়লেন। এমন সময় আবু

বকর রা. ঘরে এলেন। আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, রাসূলের সামনে এইসব শয়তানের বাদ্য বাজানো হচ্ছে? নবীজি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, তাদের ছেড়ে দাও। তিনি অন্যমনস্ক হলে আমি শিশু দুটিকে ইশারায় চলে যেতে বললাম।' (সহিহ বুখারি, হা. ৬১৩০; সহিহ মুসলিম, হা. ২৪৪০)

এভাবেই নবীজি নিজে হাসি-কৌতুক করে এবং স্ত্রীদের আহ্লাদে সায় দিয়ে তাঁদের জীবন ও সংসারকে আনন্দে ভরে দিয়েছিলেন।

শিক্ষণীয় বিষয়

আজকাল তো সংসারই টিকে না। টিকলেও অধিকাংশ সংসার টিকে থাকে সমাজের ভয়ে। বিচ্ছেদ হয়ে গেলে সমাজে মুখ দেখাবে কীভাবে? এমন চিন্তায় অসংখ্য সংসার টিকে আছে। আল্লাহ আমাদের মাফ করুন। আমরা স্বামীরাও স্ত্রীর সাথে দুই মিনিট হাসি গল্প করতে পারি না। আর স্ত্রীরাও স্বামী আসলেই মুখ গম্ভীর করে পড়ে থাকি। কেমন যেন রোবটিক সংসার। নবিজির সংসার থেকে আমাদের সংসার শেখা উচিত। বর্তমানে কেবল এই বিষয়ে অনেক বই বেরিয়েছে। আমরা সেসব সংগ্রহ করে স্বামী-স্ত্রী একসাথে অধ্যয়ন করবো। নিজেদের শোধরাবো। না হয়, জীবনের সুখ আমাদের অধরাই থেকে যাবে।